চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সচিবালয় বিভাগ
সংস্থাপন শাখা
www.ccc.gov.bd

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির
১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোহাম্মদ তোফায়েল ইসলাম প্রশাসক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	০৩/১০/২০২৪খ্রিঃ
সময়	:	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষ

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার সদস্য সচিব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা তথা জনসেবাসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সদস্যদের পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরাসরি পদবি বা সদস্য উল্লেখ করা হয়েছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরণের কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি কিছু পদবি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রেও উক্ত পদ ব্যতিত অন্য কোনো পদের কর্মকর্তা এ কমিটির সভায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ কমিটির কার্যপরিধিতে সরাসরি বলা হয়েছে যে, বর্ণিত কমিটি কাউন্সিলরদের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সম্মানী প্রাপ্য হবেন। যেহেতু কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু একেক সভায় একেক জনের উপস্থিত হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

সভার সদস্য সচিব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, অদ্যকার কমিটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সবচেয়ে বড় কমিটি/ফোরাম। এখানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তাই এই কমিটির প্রত্যেক সদস্যদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এখানে আলোচনা করা হবে এবং সেগুলো সমাধাকল্পে করণীয় নির্ধারণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। পরিশেষে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে মত প্রকাশের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	কমিটির পুনর্গঠনঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের সচিবসহ বিভাগীয় প্রধানগণ বাস্তবায়ন করলেও এ কমিটিতে সচিবসহ বিভাগীয় প্রধানদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। বিভাগীয় প্রধানদের মতামত/উপস্থিতি এ সভায় আবশ্যক মর্মে সভার সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। এমতাবস্থায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগকে সিটি কর্পোরেশনের সচিবসহ বিভাগীয় প্রধানদের কমিটির সদস্য করার জন্য পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে বলে সভায় আলোচিত হয়।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগকে সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনা কমিটিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিবসহ বিভাগীয় প্রধানদের অন্তর্ভূক্ত করে কমিটির সদস্য করার জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২. সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২.	ডেঙ্গু মশক নিধনঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী বলেন, প্রতি ওয়ার্ডে ক্যাম্পেইন, মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক কম। মশক নিধনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে মশার ঔষধ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডেঙ্গুর	ডেঙ্গু মশা নিধনের জন্য মশার ঔষধ ছিটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে এবং দ্রুততার সাথে রেড জোন চিহ্নিত করে ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচ্ছন্ন বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

	জন্য রেড জোন চিহ্নিত করে সেখানেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন ডেঙ্গু মশার জন্ম হয় পরিষ্কার পানিতে। নালা নর্দমার পানিতে স্বাভাবিক ফ্লো থাকায় সেখানে মশার জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। এ মশা মূলত জন্ম হয় বাসা-বাড়িতে জমে থাকা পানিতে। এ জন্য আরো জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।		
৩.	জলাবদ্ধতা নিরসনঃ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা বলেন, নগরীর জামালখান এলাকায় মেরামতাধীন একটি ড্রেন পরিদর্শণকালে দেখা যায় ড্রেনের ভিতর দিয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাইপ এবং লাইন টানা হয়েছে। উক্ত পাইপ লাইনসমূহে সহজেই ময়লা আবর্জনা আটকে সেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। এরকম পরিস্থিতি নগরীর বিভিন্ন এলাকাতেই পরিলক্ষিত মর্মে তিনি সভাপতিকে অবহিত করেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী গোলাম মোরশেদ বলেন, জলাবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের অসচেতনতার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি দায়ি পলিথিন ব্যবহার। ব্যবহারের পর যত্রতত্র পলিথিন ফেলার ফলে বিভিন্ন নালা-নর্দমায় গিয়ে পানির প্রবাহকে ব্যাহত করে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন স্থানে পানি উঠে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। তাই তিনি পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য সভার প্রতি অনুরোধ জানান। এছাড়াও উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত ঘর থেকেই ময়লা আবর্জনা পৃথকীকরণের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থাকরণের জন্য তিনি সভাপতির নিকট অনুরোধ জানান।	নগরীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ভাবে আন্ডারগ্রাউন্ডে লাইন টেনে থাকে। এক্ষেত্রে লাইনসমূহ টানার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারবে। আন্ডারগ্রাউন্ডে বিভিন্ন লাইন টানার ক্ষেত্রে রাস্তা কর্তণ এবং মেরামতের ক্ষেত্রে আধুনিকায়নের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। নগরীর কোন কোন ওয়ার্ডে ড্রেনের ভিতরে পাইপ লাইন টানা হয়েছে এবং কোন কোন স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে ওয়ার্ডওয়ারী সেসকল স্থানের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।	প্রকৌশলী বিভাগ, পরিচ্ছন্ন বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৪.	ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক মেরামতঃ সাম্প্রতিক বন্যা এবং অতিবৃষ্টিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার যে সকল রাস্তা/অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেগুলো মেরামত করতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ হবে মর্মে সভার সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। বন্যা এবং অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ঠ জলাবদ্ধতায় নগরীর বিভিন্ন সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তাসমূহ মেরামতের অগ্রগতি বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (অ.দা) জনাব আশিকুল ইসলাম জানান, বৃষ্টির কারণে বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল দিয়ে রাস্তা মেরামত করা সম্ভব হয়নি। তবে রাস্তাসমূহে গাড়ী চলাচল সচল রাখার স্বার্থে রাস্তাসমূহে ইট বিছিয়ে সাময়িকভাবে সচল রাখা হচ্ছে। শুষ্ক আবহাওয়াতে রাস্তাসমূহে বিটুমিন দিয়ে পরিপূর্ণ মেরামত সম্পাদন করা হবে। রাস্তা মেরামতের কাজটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় এ কাজে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানান। তাছাড়া প্যাচওয়ার্কের মাণ নির্ধারণের জন্য তিনি প্রকৌশল বিভাগের প্রতি অনুরোধ জানান।	ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ দ্রুততার সাথে মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কোন রাস্তা সর্বশেষ কখন মেরামত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কখন করা হচ্ছে এ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ রাখার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	প্রকৌশল বিভাগ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৫.	সম্মানী ভাতা প্রদানঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা তথা জনসেবাসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির আদেশে কমিটির সদস্যগণ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত টাকা প্রতি মাসে নাকি প্রতি সভার আলোকে পাবেন সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা উল্লেখ নাই মর্মে চট্টগ্রাম সিটি	সভায় কমিটির সদস্যদের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) সম্মানি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিবালয় বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

	কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী মত প্রকাশ করেন।		
৬.	উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাঃ সভার সদস্য সচিব বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে অবৈধ স্থাপনা এবং হকার উচ্ছেদ করা হলেও তা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। উচ্ছেদ করে আসার পর তারা পুণরায় সেখানে বসে পরে। ফলে উচ্ছেদ তেমন ফলপ্রসূ হয়না। এক্ষেত্রে উচ্ছেদের পরপর সেখানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েনের বিষয়ে সভাপতির নিকট অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে উচ্ছেদের পর সে স্থানে অন্য কেউ বসেছে মর্মে সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হলে অথবা পেট্রোলিং পুলিশকে এ কাজে সংযুক্ত করা হলে পুলিশ প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে মর্মে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপারেশন) জনাব বাবুল চন্দ্র বণিক সভাকে অবহিত করেন।	প্রতিদিন একজন ম্যাজিস্ট্রেট নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শণ করবেন এবং তথ্যাদি সরবরাহ করবেন।	সচিবালয় বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৭.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ সভাপতি বলেন, নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরটিসি কর্তৃক সার্কুলার বাস চালুর কথা থাকলে তা এখনো চালু করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ করেছেন মর্মে জানিয়ে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগীতা করবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও ফুটপাত রং করার বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (অ.দা) জনাব আশিকুল ইসলাম বলেন, লালখানবাজার, এম.এ আজিজ স্টেডিয়াম এবং রেডিসন ব্লু হোটের সামনের ফুটপাথ রং করার কাজ চলমান রয়েছে। অন্যান্য স্থানসমূহে পর্যায়ক্রমে রং করা হবে। তাছাড়া রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং এ বিষয়ে তিনি বলেন বৃষ্টি কারণে অনেক স্থানেই জেব্রা ক্রসিং করা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টি না থাকলে তখন উক্ত কাজ সমাধা করা হবে। এছাড়াও তিনি নগরীর বিভিন্ন স্থানে বাস স্টপেজ নির্ধারণের বিষয়ে যৌথ সার্ভে করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সার্ভে অনুযায়ী বাস স্টপেজ নির্ধারণ করা হবে।	জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৮.	বিপ্লব উদ্যানঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিপ্লব উদ্যানটিকে পূর্বের সবুজ প্রকৃতি ফিরিয়ে দিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সভার সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। তবে এক্ষেত্রে একটি কমিটি গঠনের জন্য তিনি সভাপতির নিকট অনুরোধ জানান।	জেলা প্রশাসণ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৯.	এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) কর্তৃক নির্মাণাধীন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েকে জনবান্ধব করার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণসহ সার্বিক বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সভার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে সভায় আলোচনা হয়।	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণাধীন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েকে জনবান্ধব করার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণসহ সার্বিক বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সভার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করার জন্য সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)
১০.	শারদীয় দূর্গাৎসব উদযাপনঃ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপে শারদীয় দূর্গাৎসব উদযাপন করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মূল ৩টি মন্ডপে	শারদীয় দূর্গাৎসব উদযাপনের জন্য নগরীর সড়ক বাতিসমূহ সচল রাখাসহ বিসর্জনের স্থান (সী-বিচ, ফিরিঙ্গিবাজার এবং কালুরঘাট ব্রীজের নিচে)	১. প্রকৌশল (বিদ্যুৎ) বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২. ফায়ার সার্ভিস

	(কুসুম কুমারি) ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ডপসমূহে প্রতি বছরের ন্যায় ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বিঘ্নভাবে পূজা উদযাপনের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যদের সর্বদা সচেষ্ট থাকার জন্য প্রশাসক মহোদয় অনুরোধ জানান। ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর উপ পরিচালক দিনমনি শর্মা জানান, বিসর্জনের সময় বিসর্জনের মূল ৩টি স্থান যথাক্রমে ফিরিঙ্গিবাজার, সীবিচ এবং কালুরঘাট ব্রিজের নীচে পোর্টেবল লাইটিং এবং ডুবুরি রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ফায়ার সার্ভিস হতে গ্রহণ করা হবে।	আলোকায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি বিসর্জনের সময় যাতে কোনো অনাকাঙ্খিত ক্ষতি না হয় সেজন্য ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডুবুরি রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এন্ড সিভিল ডিফেন্স
১১.	নাগরিকদের বিভিন্ন সনদ প্রদানঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডসমূহের নাগরিকদের বিভিন্ন সনদ প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০০৭.২৩.৮৮১ তারিখঃ ০৮/০৯/২০২৪ এবং স্মারক নং ৪৬.১১.১৬০০.০০১.৩১.২০৫.২৪-১২০১ তারিখ ২২.০৯.২০২৪ মূলে 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪' এর ধারা ৪(ক) অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি আলোচিত হয়।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডসমূহের নাগরিকদের বিভিন্ন সনদ প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক/মেয়র মহোদয় কর্তৃক ওয়ার্ড অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিবালয় বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

সমাপনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি নগরীকে গ্রীণ ও ক্লীন সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহবান জানান। পরবর্তীতে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬.১০.২৪

(মোঃ তোফায়েল ইসলাম)
সভাপতি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা কমিটি
ও প্রশাসক
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.০৬.০০০.২৪ তারিখ :

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব ....., সদস্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা কমিটি
২। সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), ...বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৪। প্রশাসক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫। অফিস কপি

০৬/১০/২০২৪

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন